উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

GHASHFUL

প্রকাশনার ১৯ বছর

- বর্ষ ২০২০
- সংখ্যা ০১
- জানুয়ারি- মার্চ

পদক প্রদান, পুরস্কার বিতরণ ও স্মরণানুষ্ঠানে বক্তারা

পরাণ রহমানকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের দাবী

পরাণ রহমান বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রামে অগ্রসৈনিক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে উন্নয়ন সেক্টরের আইকন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পরপরই শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ঘাসফুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশ পুন:গঠনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন। সমাজের অনগ্রসর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমৃত্যু কাজ করে গেছেন । পরবর্তীতে বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি অর্জনে তিনি ব্যাপক প্রচারণার পাশাপাশি নানামুখি আন্দোলন চালিয়ে যান। কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামের বীরকন্যা মুক্তিযুদ্ধা আফিয়া খাতুন খঞ্জনীকে তিনি পরিত্যক্ত গোয়ালঘর থেকে উদ্ধার করে মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি আদায়ে সফল হন। চট্টগ্রামে নারী অধিকার ও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তিনি ছিলেন অগ্রদুত । পরাণ রহমান এনজিও সেক্টরে একজন পথিকৃত ছিলেন। চট্টগ্রামে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থাসমুহের জন্য একজন দায়িত্বান মমতাময়ী অভিভাবক ছিলেন। তিনি শুধু উন্নয়ন কর্মী নয়, লেখালেখি ও গবেষণায়ও ভূমিকা রেখেছেন। পরাণ রহমানের কর্ম-জীবন আমাদের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। এ মহীয়সী নারীকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেয়া সময়ের দাবী।

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

পদক প্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নৃগোষ্ঠীর সফল উদ্যোক্তা মঞ্জুলিকা চাকমা

মঞ্জুলিকা চাকমার জন্ম রাঙ্গামাটি জেলা সদরের তবলছড়িতে। স্থানীয়ভাবে তিনি ''হস্তালী'' নামেই পরিচিত। ১৯৭৩সালে রাঙ্গামাটি কলেজ থেকে বি.এ.পাশ করেন তিনি।

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

সমাজসেবায় রাজিয়া সামাদ ডালিয়া

রাজিয়া সামাদ ডালিয়া ১৯৬৪ সালে চট্টগ্রাম মহিলা কলেজ থেকে বিএ. পাশ করেন। ১৯৮৩ সালে স্বামী সরকারি কর্মকর্তা প্রকৌশলী আব্দুস সামাদের মৃত্যুর পর ঢাকার একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৯০সালে নিজের জমানো অর্থ ও পারিবারিক সহায়-সম্পদ বিক্রি করে

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

তৃণমুলে সফল উদ্যোক্তা মোমেনা বেগম

মোমেনা বেগমের বাড়ি কুমিল্লার মুরাদনগরে। ২০০০ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে বেড়াতে আসেন চট্টগ্রামে। সেখানে একটি গার্মেন্টসে চাকরির সুযোগ পান। পরে ঐ গার্মেন্টসের কর্মকর্তা কাজী সাইফুল ইসলামকে বিয়ে করেন। ২০০৪ সালে প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে চাকড়ি ছেড়ে দেন। পরে আবার ভাবতে শুরু করেন নিজ উদ্যোগে কিছু করা যায় কি না। তখন তারা শহরের সল্টগোলা ক্রসিংয়ে থাকতেন।

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের মতবিনিময় সভা

যুবসমাজকে নৈতিক ও কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব

পরিবার থেকে শিশু ও যুবদেরকে নৈতিক এবং মূল্যবোধ শিক্ষা দিতে হবে। যুব সমাজকে নৈতিক ও কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেতে পারলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব। জীবনমুখী শিক্ষা যুবদেরকে দুর্নীতিমুক্ত, নৈতিকতা সম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণ ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় ঘাসফুল বাস্তাবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্প আয়োজিত সরকারি বেসরকারি প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় অতিথিরা এসব কথা বলেন।

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

শিশুদের সৃজনশীল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে

প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমান স্মরণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন

ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর স্মরণে গত ১৪ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, চট্টগ্রাম প্রাঙ্গণে শিশুদের নিয়ে এক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। সকাল ১১.০০টায় শুরু হওয়া চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম নগরীর বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ৫০০জন শিশু অংশ নেয়। এতে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ভাস্কর ডি.কে.দাশ মামুন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনিস্টটিউট এর সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক রীতা দত্ত, শিল্পী সামিনা নাফিজ। তিনজন বিচারকের যৌথ রায়ে প্রতিযোগীতায় 'ক বিভাগে' ১মস্থান অধিকার করে মোহাম্মদীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শুভ্রময়ী সেন, ২য়স্থানে পিটিআই স্কুলের শিক্ষার্থী আবরার ফাতিন আদিব এবং তৃতীয় হয়েছে জেমস ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষার্থী হাসান মোহাম্মদ আইয়ান । "খ বিভাগে' প্রথমস্থান অধিকার করে কাপাসগোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হামীম সারতাজ আনওয়া, ২য়স্থান পেয়েছে অরবিট স্কুলের শিক্ষার্থী সামিয়া ইসলাম ন্যান্সি এবং ৩য়স্থান পেয়েছে উদয়ন ছোটদের স্কুলের শিক্ষার্থী সৈয়দা শাওরিয়া আফরিন। ঘাসফুল প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি চট্টগ্রামের জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা নারগীস সুলতানা বলেন, এ প্রাঙ্গণে বহু প্রতিযোগিতা হয় কিন্তু ঘাসফুলের আয়োজনটা একেবারে ভিন্ন এবং অনন্য। তিনি ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি শিশুদের নিয়ে বহু উন্নয়নমূলক কাজ করে গেছেন। ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী বলেন, ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমাদের এই আয়োজন। তিনি শিশুদের মানসিক বিকাশে অভিভাবকদের সতর্ক করে বলেন, চারদিকের আজকে যে সহিংসতা তার সবচেয়ে বেশী শিকার হচ্ছে শিশু আর কিশোর-কিশোরী। কুলষিত পরিবেশকে নির্মল করতে শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে তাদের এধরণের সৃজনশীল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে। শিশুদের সুস্থ সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটাতে ঘাসফুলের এ আয়োজন। প্রয়াত পরাণ রহমান শিশুদের ভালবাসতেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক সাদিকা সুলতানা চৌধুরী, ঘাসফুলের উপ-পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) আবেদা বেগম, সহকারী পরিচালক শামসুল হক, রিজিওনাল ম্যানেজার সাইদুর রহমান খান, অডিট এন্ড মনিটরিং ম্যানেজার টুটুল কুমার দাশ, ব্যবস্থাপক (হিসাব) মোস্তফা জামাল উদ্দিন, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সৈয়দ মামুনূর রশীদ, কমউনিকেশন ম্যানেজার নুদরাত এ করিম, সেকেন্ড চান্স প্রকল্পের সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদ ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী এবং অন্যান্য শিক্ষিকবৃন্দ, সমৃদ্ধি কর্মসুচি'র সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ, পাবলিকশন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার, কর্মকর্তা নারগিছ আকতার, জুনিয়র কর্মকর্তা মোঃ আবদুর রহমান, ইয়েস প্রকল্পের মনিটরিং ব্যবস্থাপক রবিউল হাসান, এডমিন ব্যবস্থাপক এনামুল করিম জুয়েল ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

উত্তরবঙ্গে ঘাসফুল এর উদ্যোগে

ক্ষুদ্র নৃগোষ্টি ওরাও এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়সহ ও অন্যান্য দুস্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত পরাণ রহমান স্মরণে গত ৭ জানুয়ারী ঘাসফুলের উদ্যোগে নওগাঁস্থ নিয়ামতপুর উপজেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্টি 'ওরাও এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়' ও স্থানীয় অন্যান্য দুস্থ মানুষের মাঝে এক'শ টি কম্বল বিতরণ করা হয়। উত্তরবঙ্গে তীব্র শৈত্যপ্রবাহে শীতার্ত দরিদ্র মানুষগুলো শীতবস্ত্র কম্বল পেয়ে ঘাসফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নিয়ামতপুর উপজেলা চেয়ারম্যান ফরিদ আহাম্মদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান বজলুর রহমান নঈম উপস্থিত ছিলেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নওগাঁ জোনের সহকারী পরিচালক মো: শামসুল হক, রিজিওনাল ম্যানেজার তাঈম-উল-আলম, এরিয়া ম্যানেজার মো: আবুল কাশেমসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিদর্শনে ঘাসফুল নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ ও চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী

গত ১৯ জানুয়ারী ঘাসফুল নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ. ও ০৫ মার্চ ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী ও ঘাসফুল প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের উপ পরিচালক মফিজুর রহমান চট্টগ্রাম পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনীস্থ ঘাসফুল শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এসময় তারা বিকাশ কেন্দ্রের শিশু-শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলেন, খোঁজ খবর নেন এবং ভালোভাবে পড়ালেখা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। তারা শিশুদের মাঝে খেলনা ও চকলেট বিতরণ করেন। পরিদর্শনকালে তাদের স্বাগত জানান, কেন্দ্রের সহায়িকা শিরিন সুলতানা ও ঘাসফুল পাবলিকেশন বিভাগের সহকারি ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার।

আমরা সমতায় বিশ্বাস করি
ঘাসফুলের আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন

ঘাসফুল অনেক ক্ষেত্রে অনন্য। একজন নারীই সৃষ্টি করেছে ঘাসফুল। নারীদের অধিকার আদায়ে ঘাসফুল সবসময় সোচ্চার ছিল, আছে এবং থাকবে। সবক্ষেত্রে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। আমরা সমতায় বিশ্বাস করি। নারীকে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে রাখতে হবে। গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হলো ; 'প্রজন্ম হোক সমতার, সকল নারীর অধিকার'। এ উপলক্ষে সকাল ১০:০০টায় ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) ফরিদুর রহমান, উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, মারুফুল করিম চৌধুরী, আবেদা বেগমসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় নারী দিবস উপলক্ষে সকল নারীকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। এছাড়া আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক উপ-পরিচালকের কার্যালয় আয়োজিত গত ৫মার্চ র‍্যালী ও ৮ মার্চ চট্টগ্রাম শিশু একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ঘাসফুলের কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করে।

জঙ্গিবাদের প্রভাবক ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ বিষয়ক কর্মশালায় বক্তারা
জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্প আয়োজিত 'জঙ্গিবাদের প্রভাবক ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ' শীর্ষক থানা পর্যায়ে এক কর্মশালা ১৭ই ফেব্রুয়ারী জেলা শিল্পকলা একাডেমীর আর্ট গ্যালারির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুলের প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলশী থানার অফিসার ইনচার্জ প্রণব চৌধুরী। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য ও প্রকল্পের ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ইয়েস প্রকল্পের সমন্বয়কারী অমর সাধন চাকমা। প্রধান অতিথি বলেন,'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ ও জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়ে আজ আমরা সবাই সক্রিয়। সভাপতির বক্তব্যে মফিজুর রহমান বলেন, পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে শুরু করে প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ নির্মূল ও মোকাবেলায় একযোগে কাজ করতে হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম চারুকলা ইনস্টিটিউট এর সহকারী অধ্যাপক তাসলিমা আক্তার,খুলশী থানার উপ-পরিদর্শক খাজা এনাম এলাহী, সমাজসেবা-৩ এর প্রজেক্ট ম্যানেজার নুরুস্সালাম ভূঁইয়া ফোরকান। আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণসহ ইয়েস প্রকল্পের বিভিন্ন উপকারভোগীগণ ও ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিউনিটি বেইজড অর্গানাইজেশন (সিবিও) এর প্রতিনিধিবৃন্দ প্রমুখ।

মেখল ইউনিয়নে স্বাস্থ্যক্যাম্প ও ক্রীড়া পুরস্কার বিতরণী সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচি'র আওতায় গত ২৪ ফেব্রুয়ারী মেখল ইউনিয়নের জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে

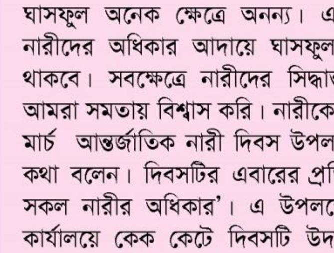

প্রাঙ্গণে মেডিসিন, নাক, কান, গলা এবং ডায়বেটিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদ্বারা ও চট্টগ্রাম লায়ন্স হসপিটাল এর মেডিকেল টিম কর্তৃক চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদানের মধ্যদিয়ে দিনব্যাপী স্বাস্থ্য, চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে মেখল ইউনিয়নের ৮৯৪ জন রোগী স্বাস্থ্য ও চক্ষুসেবা গ্রহণ করে। একই দিনে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের আওতায় ঘাসফুলের ডাইরেক্টর (অপারেশন) মোঃ ফরিদুর রহমান এর সভাপতিত্বে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ১৪টি ইভেন্টে ১ম,২য় ও ৩য় স্থান বিজয়ী মোট ৭৫জনকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিপু কুমার চক্রবর্তী,জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ হানিফ চৌধুরী, ইউপি সদস্য বেবী আক্তার,জাফরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ ইলিয়াছ,ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক

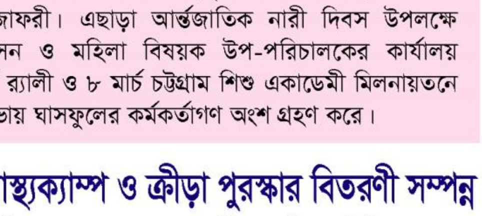

অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক আবেদা বেগমসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন
রোটারী ক্লাব অব গ্রেটার চিটাগাং এর মাস্ক বিতরণ

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশেও এর প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে 'মাস্ক ব্যবহার করুন, নিজেকে নিরাপদ রাখুন' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ১০মার্চ রোটারী ক্লাব অব গ্রেটার চিটাগাং এর সহযোগীতায় ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ৬০ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রোটারী ক্লাব অব গ্রেটার চিটাগাং এর চার্টার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ শাহজাহান, আইপিপি এমদাদুল আজিজ চৌধুরী, সেক্রেটারি সৈয়দা কামরুন নাহার, জয়েন্ট সেক্রেটারি মোঃ বেলাল, ডিরেক্টর ইনচার্জ মোঃ আমজাদ ও ঘাসফুল সেকেন্ডে চান্স প্রকল্প সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলামসহ কেন্দ্রের শিক্ষিকবৃন্দ।

পরাণ রহমানকে........ ১ম পৃষ্ঠার পর

২২ ফেব্রুয়ারী বিকাল ৩:৩০টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত পরাণ রহমান পদক-২০২০প্রদান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ ও স্মরণানুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সমাজে বিভিন্ন সেক্টরে অনন্য অবদানের জন্য দুই ক্যাটাগরিতে তিনজনকে 'পরাণ রহমান পদক ২০২০' প্রদান করা হয়। পদক বিজয়ীরা হচ্ছেন সমাজসেবায় রাজিয়া সামাদ ডালিয়া, নৃগোষ্ঠীর সফল উদ্যোক্তা মঞ্জুলিকা চাকমা, তৃণমূলে সফল উদ্যোক্তা মোমেনা বেগম।

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এ.এফ.ইমাম আলী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যসচিব ও ব্র্যাকের উপদেষ্টা মো: আবদুল করিম, উন্নয়ন সংস্থা মমতার প্রধান নির্বাহী আলহাজ্ব রফিক আহমদ, অনন্যা কল্যাণ সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক ডনাই প্রু নেলী, দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ এর সম্পাদক রুশো মাহমুদ এবং ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। পরাণ রহমানের প্রাক্তন সহকর্মী হিসেবে অনুভূতি প্রকাশ করেন পিকেএসএফ এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক (অডিট) মো: শাখাওয়াত হোসেন মজুমদার ও বর্তমান সহকর্মী ঘাসফুল ডাইরেক্টর (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগের উপ পরিচালক মফিজুর রহমান। স্বজনের অনুভূতি প্রকাশ করেন পরাণ রহমানের নাতনী ও ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ কোষাধ্যক্ষ জেরিন মাহমুদ হোসেন, সাদিয়া রহমান, ছোট মেয়ে ঝুমা রহমান এবং পরাণ রহমানের জীবনী রচনাকারী আর ডি সি এর সেক্রেটারী জান্নাত-এ-ফেরদৌসী, কুমিল্লার সমাজ সেবিকা বেগম শামসুন নাহার ও সাবেক অধ্যাপক বেগম রোকেয়া আলম। উপস্থাপনায় ছিলেন চট্টগ্রাম টেলিভিশন কেন্দ্রের উপস্থাপিকা নাসরীন ইসলাম।

স্মরণসভায় গত ১৪ ফেব্রুয়ারী পরাণ রহমান স্মরণে অনুষ্ঠিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় 'ক ও খ' দুইটি গ্রুপে ১ম. ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। 'ক বিভাগে' পুরস্কার প্রাপ্তরা হলো, প্রথমস্থান অধিকার মোহাম্মদীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী শুভ্রময়ী সেন, দ্বিতীয় পিটিআই স্কুলের ছাত্র আবরার ফাতিন আদিব এবং তৃতীয় হয়েছে জেমস ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র হাসান মোহাম্মদ তাহিয়ান।

"খ বিভাগে' প্রথমস্থান অধিকার করে কাপাসগোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী হামীম সারতাজ আনওয়া, ২য়স্থান পেয়েছে অরবিট স্কুলের ছাত্রী সামিয়া ইসলাম ন্যান্সি এবং ৩য়স্থান পেয়েছে উদয়ন ছোটদের স্কুলের ছাত্রী সৈয়দা শাওরিয়া আফরিন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিবৃন্দ প্রমুখ।

উদ্যোক্তা মঞ্জুলিকা চাকমা....... ১ম পৃষ্ঠার পর

১৯৬১ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পরপরই রাঙ্গামাটি শহরের "শাহ্ বালক উচ্চ বিদ্যালয়" এ শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন।

স্বামী প্রয়াত চিরঞ্জীব চাকমা ছিলেন সমাজসেবক। বেইন টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠার পর মঞ্জুলিকা চাকমা নিজের দক্ষতা উন্নয়নে নজর দেন। বিসিক থেকে ক্ষুদ্রশিল্প ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থাপনা ও বিক্রয় প্রসার এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন। বেইন টেক্সটাইলের উৎপাদিত পণ্য দেশের ফ্যাশন হাউজগুলোর মাধ্যমে আমেরিকা, ফ্রান্স, হল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে হতে শুরু করে। তাকে অনুসরণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছোট বড় প্রায় পঁয়ত্রিশটি হস্ত ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ২০০৯ সালে ইউএনডিপি ও সিএইচটিডিএফ এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক ডঃ নিয়াজ জামানের সাথে যৌথ গবেষণা প্রতিবেদন "স্ট্রং ব্যাক'স ম্যাজিক ফিঙ্গার'স" উপস্থাপন করেন, যা ২০১০ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রকাশনায় উপস্থাপিত হয়।

সমাজসেবায় রাজিয়া....... ১ম পৃষ্ঠার পর

ঢাকার আয়েশি জীবন ফেলে চলে যান বাবার জন্মভিটা শেরপুরর প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সেখানে দরিদ্র মানুষের শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য'উপমা বিদ্যালয়' ও 'উপমা হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর এলাকার দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীকে নিজের বাসায় এনে নকশীকাঁথা সেলাই শেখানোর ব্যবস্থা করেন। ১৯৯৫ সালে পিতার নামে চালু করেন খান বাহাদুর ফজলুর রহমান ফাউন্ডেশন । ১৯৯৭ সালে গঠন করেন 'শেরপুর ডায়াবেটিকস সমিতি'। পরে শেরপুরের লাহিড়ী কাচারী এলাকায় নিজস্ব জায়গায় ডায়াবেটিকস হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ১৫ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনার খরচ চালানো হয়। ১৯৮৩ সাল থেকে শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে স্বামীর নামে ' আব্দুস সামাদ স্মৃতি বৃত্তি' প্রচলন করেন।

উদ্যোক্তা মোমেনা বেগম....... ১ম পৃষ্ঠার পর

এ সময় তিনি দেখতে পান পার্শ্ববর্তী একটি স্কুলগেইট প্রতিদিন শত শত মা সন্তানদেও স্কুলে দিয়ে অপেক্ষা করেন। তখন তার মাথায় এলো নারীদের কিছু পণ্য আছে যেগুলো অন্যকে দিয়ে কেনানো যায় না, আবার কেনালেও পছন্দ হয় না। সেই ভাবনা থেকেই মোমেনা ঘাসফুল থেকে ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে নারীদের অর্ন্তবাস ও শিশুদের কিছু সামগ্রী ফেরি করে বিক্রি শুরু করেন। ২০০৯সালে ঐ স্কুলগেইটের পাশেই এমটি ফ্যাশন নামের একটি শোরুম করেন। ২০১৫সালে এসে পুরোদমে কারখানা গড়ে তোলেন মোমেনা। চাকরি ছেড়ে স্বামীও যোগ দেন তার ব্যবসায়। বর্তমানে প্রতিমাসে ৭-৮লাখ টাকা বিক্রি হয়।

ইয়েস প্রকল্পের মতবিনিময় সভা....... ১ম পৃষ্ঠার পর

গত ২৬ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমীর আর্ট গ্যালারী মিলনায়তনে ঘাসফুল চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা (ডেপুটি সচিব) সুমন বড়ুয়া। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (বায়োজিদ বোস্তামী জোন) এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার পরিত্রান তালুকদার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর চট্টগ্রামের উপ পরিচালক সালেহ আহমদ চৌধুরী, মাদক নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক মো: এমদাদুল ইসলাম মিথুন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা ইনিস্টিটিউট এর সহকারী অধ্যাপক তাসলিমা আক্তার, ইলমার প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, কোডেকের উপ নির্বাহী পরিচালক কমল সেন গুপ্ত, ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি মো: নজরুল ইসলাম মজুমদার, চট্টগ্রাম লোহাগড়া উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তা নীতা চাকমা, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মনোয়ারা জাহান বেগম, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কমার্স কলেজের মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৫নং বাগমনিরাম ওয়ার্ডে কাউন্সিলর গিয়াস উদ্দিন, ঘাসফুল পাবলিকেশন বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইয়েস প্রকল্প এর সমন্বয়কারী অমর সাধন চাকমা। প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর ডিজিটাল প্রেজেন্টেশান উপস্থাপন করেন প্রকল্পের প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক রবিউল হাসান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চলনা করেন ইয়ুথ ভলান্টিয়ার নিবেদিতা পাল। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দসহ ইয়েস প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ প্রমুখ।

সম্পাদকীয়

কোভিড-১৯: সংক্রমণ ঠেকাতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর মতে নতুন করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট রোগের আনুষ্ঠানিক নাম কোভিড-১৯। শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ করোনাভাইরাস শব্দটি রোগ সৃষ্টিকারী নতুন ভাইরাসটিকে উল্লেখ না করে ঐ গ্রুপের সব ভাইরাসকে ইঙ্গিত করে। ভাইরাসের নাম প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব ট্যাক্সনমি অব ভাইরাসেস এই ভাইরাসটিকে সার্স-সিওভি-২ হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বলেন, "আমাদের এমন একটি নাম খুঁজতে হয়েছে যেটি কোনো বিশেষ ভৌগলিক অঞ্চল, কোনো প্রাণী, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দিকে ইঙ্গিত করে না, পাশাপাশি যা সহজে উচ্চারণযোগ্য এবং নতুন ভাইরাসটির সাথেও যার সম্পর্ক আছে"। কোভিড-১৯ শুরু হয় চিনের উহান রাজ্য থেকে। আগ্রাসি এ ভাইরাস বর্তমানে পুরো পৃথিবী নামক গ্রহটিকে দখলে নিয়েছে। স্তব্দ করে দিয়েছে সকল ব্যস্ততা। পুরো বিশ্ব যেন থেমে আছে এক ভয়ংকর আতংকে, আটকে আছে সভ্যতা। দেশে দেশে বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল। মানুষের এ সভ্যতা আবার কখন সচল হবে তাও প্রায় অনিশ্চিত। ভয়াবহ দঃসংবাদ হলো এ মিছিলে সংযুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। ২৬শে মার্চ থেকে ০৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত সরকার সাধারন ছুটি ঘোষণা করেছে। এ ছুটি আরো দীর্ঘতর হতে পারে। এ সময়ে আমাদের সরকার ঘোষিত সকল নির্দেশনা মেনে চলা উচিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আকাশ, নৌ কিংবা স্থলপথে যারা দেশে ঢুকছেন তাদের পরিপুর্ণভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা উচিত। রোগটির সংক্রমণ ঠেকাতে এ অবস্থায় সকলের উচিত নিজ ঘরে অবস্থান করা। জরুরী প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়লে অবশ্যই সামাজিক দুরুত্ব মেনে চলতে হবে। ইতোমধ্যে অনেক জায়গায় মানুষ ঘরের বাইরে, রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করছে। কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা সম্পর্কে এখনো অনেকেই জানেন না। সাধারন মানুষের ঘরে ঘরে কোভিড-১৯ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য, এ রোগের ভয়াবহতা এবং করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন জরুরী বার্তাগুলো নিয়ে দেশে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থাগুলো সাধারণ ছুটি ঘোষণার আগে থেকেই জনসচেতনতায় কাজ করছে। তারা প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণকে বিভিন্ন জরুরী বার্তার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনেও কাজ করছে। আমরা মনে করি দেশব্যাপি জনসচেতনতা সৃষ্টিতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো তাদের কার্যক্রম আরো জোরদার করবে। একটা বিষয় মাথায় রাখা জরুরী এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা না গেলে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী বা প্রশাসন দিয়ে কখনো সকল স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আমরা বিশ্বাস করি সংক্রমণ ঠেকানোর পাশাপাশি কোভিড-১৯ আক্রান্তদের চিহ্নিত করে তাদের আলাদা ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসা অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে বিশ্বব্যাপি এই দুর্যোগ থেকে বাংলাদেশকে অক্ষত রাখা সম্ভব। সাধারন ছুটি বা লক-ডাউনের পাশাপাশি খেটে খাওয়া কর্মহীন মানুষদের বিষয়েও ভাবতে হবে। কারণ আমরা মনে করছি এই ছুটি আরো অনেক দীর্ঘতর হতে পারে। দীর্ঘদিন লক-ডাউন সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব হলেও কর্মহীন দিনমজুরদের ক্ষুধা ঠেকানো সম্ভব নয়। আমরা সকলেই জানি প্রান্তিক পর্যায়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ি, ক্ষুদ্র উৎপাদনকারী, ক্ষুদ্রশিল্প সবকিছুরই দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি স্বল্প। তাদের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে দেশে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। সুতরাং সরকারের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টর, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, কমিউনিটি বেইজড অর্গানাজেশন, সুশীল সমাজ প্রত্যেককে ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তা নিয়ে দাঁড়াতে হবে। সবশেষে আমরা বলতে পারি প্রথমত: জনগণকে সচেতন করে স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়ন করে এই রোগের সংক্রমণ ঠেকানো, দ্বিতীয়ত; সাধারন ছুটি/ লক-ডাউন কার্যকর করতে কর্মহীন মানুষদের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে আমাদের এই মাতৃভুমি রক্ষা করা সম্ভব হবে। আসুন আমরা সকলে মিলে এ দুর্যোগ মোকাবেলা করি! কারণ কোভিড-১৯: সংক্রমণ ঠেকাতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই।

সেবক কলোনীর স্কুলগামি কিশোর রোহান দাশ

কিশোর রোহান দাশ আধুনিক যুগের হরিজন সম্প্রদায়ের একজন উত্তারধিকারী। চট্টগ্রাম নগরীর কোতোয়ালী থানার বান্ডেল রোডস্থ সেবক কলোনীতে (পূর্ববর্তী নাম সুইপার কলোনী) তাদের বসবাস। জন্মসূত্রে তারা তথাকথিত অচ্ছুত সম্প্রদায়। বর্তমানে রোহান নগরীর জে.এম.সেন স্কুলের সপ্তমশ্রেনীর ছাত্র। তার মা মোহিনী দাশ ঘাসফুলে এবং পিতা মোহন দাশ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মী। সাধারণত সেবক কলোনীর বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার প্রবণতা খুবই কম। বংশ পরম্পরা জীবনধারায় তারা অল্প বয়সে বিয়ে করে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করে। আবার যে সব বাচ্চারা স্কুলে যায় তাদের মধ্যে অনেকেই পথিমধ্যে ঝরে পড়ে। অল্পকিছু সংখ্যক শিশু প্রাইমারি পেরিয়ে হাইস্কুলে যাতায়াত অব্যাহত রাখে। রোহান দাশ সে অল্পসংখ্যক ভাগ্যবানদের একজন। রোহান দাশের স্কুলে যাওয়া অব্যাহত রাখার পেছনেও ঘাসফুল এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সন্তানদের শিক্ষাসেবা দিতে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমান পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনীতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সেই আশির দশকে। শত প্রতিকুলতা মোকাবেলা করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সে স্কুলটি পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙ্গে তাদের সন্তানদের স্কুল-কলেজমুখি করতে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, এসব শিশুরা পৈতৃক পেশা এড়িয়ে, স্কুল কলেজ শেষ করে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। পরবর্তীতে পরিবর্তনের এ হাওয়া চট্টগ্রাম শহরের অন্যান্য সেবক কলোনীগুলোতেও সঞ্চারিত হয়। রোহান দাশ সে হাওয়ার একজন উত্তর পুরুষ। এছাড়াও রোহান দাশের মা মোহিনী দাশ কাজ করে ঘাসফুলে। বলা যায় যেখান থেকে সেবক সম্প্রদায়ে বিদ্যার আলো প্রজ্জলিত হয়েছে সে প্রদীপের কাছেই মোহিনী দাশ। তার সন্তানের স্কুলে যাওয়ার পেছনে এটাও একটি বড়ধরণের প্রভাবক হতে পারে। রোহানের স্বপ্ন; বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে বড় কিছু হবে। বাবা মায়ের পেশা অর্থাৎ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত পেশা পরিচ্ছন্নতাকর্মী হবে না। স্বপ্নবাজ কিশোরটি মেধা দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় আর দশটি শিশুর মতো। পড়ালেখায় তার গভীর মনোযোগ। কিন্তু তার বাবা-মা'র চাকুরী করে যা বেতন পায় তাতে করে এ দুর্মল্যের বাজারে কোনভাবে কুলিয়ে উঠা সম্ভব হচ্ছিল না। তার আরো দু'টি বোন রয়েছে। পারিবারিক অর্থ সংকটে যখন রোহানের পড়ালেখা অনিশ্চিত হয়ে পড়ার উপক্রম ঠিক তখনি এগিয়ে আসেন প্রয়াত পরাণ রহমানের জৈষ্ঠ্যকন্যা ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ। তিনি সুবিধাবঞ্চিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠির প্রতিনিধি কিশোর রোহানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে হাত লাগালেন। এ যেন প্রয়াত পরাণ রহমানের জ্বালানো মশাল এগিয়ে নিতে এগিয়ে আসলেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা পারভীন মাহমুদ। তিনি গত সেপ্টেম্বর ২০১৯ থেকে তাদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠান শাশা ফাউন্ডেশনে হতে প্রতিমাসে তিন হাজার টাকা হারে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে দিলেন। বর্তমানে লায়ন্স ক্লাব অব পারিজাত এলিটের উদ্যোগে রোহানের পড়ালেখা খরচ বহন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবে বাস্তবে রূপ নিচ্ছে এক কিশোরের স্বপ্ন, একটি জীবনাল্লেখ্য।

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস

সবাই মিলে হাত মেলাই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত চাই

গত ২ ফেব্রুয়ারী পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের উদ্যোগে হাটহাজারীর মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয় প্রাঙ্গণ ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে পেশকারহাট হালদা নদীর তীরে ৪নং সমৃদ্ধি কেন্দ্রে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভার মাধ্যমে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উদযাপন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল

'সবাই মিলে হাত মেলাই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত চাই'। মেখল ইউনিয়নে সমাজ সেবক মোঃ সৈয়দ মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য খুরশিদা বেগম, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য রহিমা বেগম ও সমাজ সেবক মোঃ নাজিম উদ্দিন। গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে মাস্টার শফিউল আলম, প্রবীণ কমিটির সভাপতি এহসানুল হক, যুব ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবদুল কাদের, যুব ওয়ার্ড কমিটির মোঃ জোনায়েদ, রোজী আকতার, মোঃ রিদওয়ান । আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন, মোহাম্মদ আরিফসহ উভয় ইউনিয়নের সাধারণ নারী-পুরুষ, শিক্ষক, যুব প্রতিনিধি, ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মীগণ।

জাতীয় সামাজিক সেবা দিবস

সমাজ সেবায় দেশ গড়ি, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করি

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় গত ২ জানুয়ারী গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণ ও মেখল ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কার্যালয় প্রাঙ্গণে জাতীয় সামাজিক সেবা দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন, বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল 'সমাজ সেবায় দেশ গড়ি, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করি'। গুমানমর্দ্দন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা আবু আহমদ, প্রবীণ ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি এহসানুল হক, সাবেক মেম্বার আমিনুল ইসলাম রাজু, ইউপি সচিব আবু তৈয়ব ও যুব প্রতিনিধি ফাল্গুনি দাশসহ ইউনিয়নের নারী পুরুষে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেখল ইউনিয়নেও সমাজসেবক মোঃ আবদুল মালেকের নেতৃত্বে সৈয়দ মাহফুজুর রহমান , মোঃ নাজিম উদ্দিন, ৩ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মোঃ কাইয়ুম, ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য বেবী আক্তার এবং ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য রহিমা বেগমসহ ইউনিয়নের নারী পুরুষে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানগুলো সঞ্চালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো: নাছির উদ্দিন ও মোহাম্মদ আরিফ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উভয় ইউনিয়নের সাধারণ নারী-পুরুষ, শিক্ষক, যুব প্রতিনিধি, ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মীগণ।

প্রজন্ম হোক সমতার, সকল নারীর অধিকার

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ঘাসফুল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্যোশাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট এর আওতায় গত ৮ মার্চ হাটহাজারীর মেখল ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয় প্রাঙ্গণ ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে ইউপি পরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে পৃথক দু'টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হলো ; 'প্রজন্ম হোক সমতার, সকল নারীর অধিকার'। মেখল ইউনিয়নে ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের উপ পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী এবং গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সরওয়ার্দী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানগুলোতে প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে হাটহাজারী উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মোক্তার বেগম মুক্তা ও গুমান মর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মো মজিবুর রহমান। মেখল ইউনিয়নে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেখল ইউপি চেয়ারম্যান মো: সালাউদ্দিন চৌধুরী, সমাজসেবক আবুল কালাম মাষ্টার, সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান এবং গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. উৎস খীসা, ইউপি মেম্বার বিন্দু ভূষণ বড়ুয়া। অনুষ্ঠানগুলো সঞ্চালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মো: নাছির উদ্দিন ও মোহাম্মদ আরিফ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের সহকারী পরিচালক মো: শামসুল হক ও উভয় ইউনিয়নের সাধারণ নারী-পুরুষ, শিক্ষক, যুব প্রতিনিধি, ও ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির কর্মকর্তা-কর্মীগণ।

মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় মেখল ইউনিয়নে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ গ্রহণকারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও আয়ব"দ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্প"ক্ত হতে আগ্রহী সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। গত ১৫জানুয়ারী ও ১১ ফেব্রুয়ারী ভার্মি কম্পোষ্ট সার উৎপাদন, ১৬জানুয়ারী ও ১০ ফেব্রুয়ারী জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষাবাদ, ১৫-১৬ জানুয়ারী বসতবাড়ীতে ফসল উৎপাদন ও কবুতর পালন, ১৮জানুয়ারী ও ২৫ফেব্রুয়ারী হাঁস-মুরগী ও টার্কি পালন বিষয়ে মোট ১৬০জন প্রশিক্ষণার্থী ৭টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে। উভয় ইউনিয়নের সম"দ্ধি কর্মসূচির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন হাটহাজারী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আইয়ুব মিঞা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ আব্দুল্লাহ ওয়াহিদ।

বাল্যবিবাহের কুফল বিষয়ক কর্মশালা সম্পন্ন

শিক্ষার্থীদের মাঝে বাল্যবিয়ের কুফল সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টি ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে ঐক্যমত গড়ে তোলার লক্ষ্য মেখল ইউনিয়নে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্যোশাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের আওতায় গত ২২ জানুয়ারী মেখল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে বাল্যবিবাহের কুফল বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ৩১০জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক দিপু কুমার চক্রবর্তী ও সঞ্চালনায় ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসুচির সমন্বয়কারী মোঃ নাছির উদ্দিন। উক্ত কর্মশালায় শিক্ষার্থীদের মাঝে বাল্যবিয়ের কুফল সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টি ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে ঐক্যমত গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

দিশারী কার্যক্রমের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন

গত ২৭ জানুয়ারী দিশারী কার্যক্রমের আওতায় মেখল ইউনিয়নের দক্ষিণ মেখল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার শাহেদা আলম এর সভাপতিত্বে দিনব্যাপী 'আনন্দে পড়ি নৈতিকতায় জীবন গড়ি' শীর্ষক এক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশন আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার দেবাশিষ বিশ্বাস, লতিকা রত্নম মান্না, মুনা বড়ুয়া, তাসমিন আকতার কাকলী, ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের উপ পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী ও আবেদা বেগম, দক্ষিণ মেখল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অশোক কুমার নাথ, মেখল ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মেখল ইউনিয়নে মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষার্থীদের পুষ্টি ও প্রজনন বিষয়ক কর্মশালা সম্পন্ন

মেখল ইউনিয়নে ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্যোশাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিটের আওতায় নগেন্দ্রনাথ মহাজন উচ্চ বিদ্যালয়ের গত ১৮ ফেব্রুয়ারী পুষ্টি ও প্রজনন বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিদ্যালয়ের ৩০০জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং সভাপতিত্ব করেন উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধানশিক্ষক হায়দার আলী । কর্মশালাটি সঞ্চালনা ও পরিচালনা করেন সমৃদ্ধি কর্মসুচির স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ফয়সাল আহম্মদ ও হামিদা খাতুন। কর্মশালায় শিক্ষার্থীদের পুষ্টি ও প্রজনন বিষয়ক সচেতনতা ও ধারনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে বই উৎসব

সারা দেশের মত নতুন পাঠ্যবই বিতরণ গত ১ জানুয়ারী ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন স্কুলের অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষকসহ অভিভাবকবৃন্দ।

ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের
আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের স্কুলের অস্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলী শেষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ হোমায়রা কবির চৌধুরী, অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

PACE প্রকল্প এর আওতায় প্রশিক্ষণ, ইস্যুভিত্তিক আলোচনা সভা, প্রদর্শনী সম্পন্ন

পিকেএসএফ এর সহায়তায় চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন হাটহাজারীর মিষ্টি মরিচ, নিরাপদ সবজি ও মসলা জাতীয় ফসলের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষকের আয়বৃদ্ধিকরণ (PACE Value Chain Project) প্রকল্পের আওতায় গত তিন মাসে আধুনিক পদ্ধতিতে উচ্চমূল্যের সবজি ও মরিচ চাষ বিষয়ক আটটি প্রশিক্ষণ, আটটি ইস্যু ভিত্তিক আলোচনা সভা, চারটি মাঠ দিবস, কৃষি উপকরণ এবং বীজ উৎপাদনের সাথে জড়িত স্টেকহোল্ডার-বেপারি, পাইকার ও আড়তদার এবং অন্যান্য সেবা প্রদান ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের Sensitization সভা একটি ও গোল মরিচ, লাল মরিচ এবং সবজী ক্রেতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে পাইকার, আড়তদারদের সংঙ্গে দুইটি সংযোগ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য প্রশিক্ষণগুলো পরিচালনা করেন PACE প্রকল্প সমন্বয়কারী কৃষিবিদ সুবোধ চন্দ্র বসুনিয়া, অ্যাসিসটেন্ট ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলেটেটর মোঃ এমরান। এছাড়া উদ্যোক্তা পর্যায়ে উচ্চমূল্যের ফল ও ফসল চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (PACE Technology Project) প্রকল্পের আওতায় চলমান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্প
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের ১৪২টি শিশু শিখন কেন্দ্রে মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে প্রতিটি শিখন কেন্দ্র বর্ণমালা ও শহীদ মিনার এঁকে সাজানো হয়েছে এবং সকাল ৯টায় প্রতিটি শিখন কেন্দ্রের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষিকা, প্রোগ্রাম অর্গানাইজারদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উপর প্রবন্ধ পাঠ করা হয় এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিশুদের মাঝে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। শিক্ষার্থীরা সঙ্গীত, নৃত্য ও ছড়া অবৃত্তি পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে দিবসটি পালন করে।

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

সদরঘাট পশ্চিম মাদারবাড়ি বেগম রাইচ মিল কলোনিতে গত ৩ ফেব্রুয়ারী ভোর সোয়া ৫টায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়। এতে ঘাসফুল মাদারবাড়ী শাখা-০১ এর অধীন ৩১জন উপকারভোগী সদস্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সংস্থার পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের মাঝে ১৭ ফেব্রুয়ারী ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল নিত্য ব্যবহার্য তৈজসপত্র। ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের উপ-পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী, সহকারী পরিচালক শামসুল হক, রিজওনাল ম্যানেজার (চট্টগ্রাম সিটি ও পটিয় জোন) এর মোঃ সাইদুর রহমান খান, সহকারী আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক (উত্তর সিটি জোন চট্টগ্রাম) এর রেহেনা বেগমসহ সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস ২০২০

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার যক্ষ্মামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার

'মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার যক্ষ্মামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার' - এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়, সিভিল সার্জন কার্যালয় এবং সহযোগী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে গত ২৪ মার্চ পালিত হলো বিশ্ব যক্ষ্মা দিবস। করোনাভাইরাসের কারণে এ দিন সভা,সেমিনার ও র‍্যালির পরিবর্তে ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল সাড়ে নয়টায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সংলগ্ন বক্ষব্যাধি ক্লিনিক ও আন্দরকিল্লা জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ও রোগীদের মাঝে দুই শতাধিক হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ মাস্ক বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) ডা. হাসান শাহরিয়ার কবীর, জেলা সিভিল সার্জন শেখ ফজলে রাব্বি, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল তত্ত্বাবধায়ক ডা. অসীম কুমার নাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ গ্রহণ করে।

জাতীয় সমাজসেবা দিবস

সোনার বাংলায় মুজিববর্ষে সমাজকল্যাণএগিয়ে চলে

'সোনার বাংলায় মুজিব বর্ষে সমাজকল্যাণ এগিয়ে চলে' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২জানুয়ারী চট্টগ্রাম জেলা ও বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় সমাজসেবা দিবস উদযাপিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে নগরীর প্রবর্তক মোড় হতে বর্ণাঢ্য র‍্যালী শুরু হয়ে চট্টগ্রাম শিশু একাডেমী প্রাঙ্গণে শেষ হয়। র‍্যালী শেষে শিশু একাডেমী মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালক নুসরাত সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল ইয়েস ও সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে পূর্ব প্রস্তুতি, টেকসই উন্নয়নে আনবে গতি

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের আয়োজনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় দুযোর্গ প্রস্তুতি দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে গত ১০জানুয়ারী চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস মিলনায়তনে র‍্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে – 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে পূর্ব প্রস্তুতি, টেকসই উন্নয়নে আনবে গতি'। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) চট্টগ্রামের মোহাম্মদ কামাল হোসেন। ঘাসফুল র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে।

শোক সংবাদ

ঘাসফুল কুমিল্লা রিজিওনের অধীনে ফেনী অঞ্চলের এরিয়া ম্যানেজার পদে কর্মরত মোঃ মাসুদ পারভেজের পিতা মোঃ আবু তাহের গত ২২ ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

শোক সংবাদ

ঘাসফুলে কর্মরত সিনিয়র সাপোর্ট স্টাফ আবদুল ওয়াদুদ এর পিতা এবং ঘাসফুল এর প্রাক্তন কর্মী মনতু মিয়া গত ৫ মার্চ কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামস্থ সোনাপুর গ্রামে নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। উল্লেখ্য মরহুম মনতু মিয়া ঘাসফুলের শুরুর দিকে নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করেন।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিনমাসে দুইশ জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট দুই লক্ষ টাকা বয়স্কভাতা ও ৮ জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার টাকা হারে মোট ষোল হাজার প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১৯১জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। তাছাড়া নিয়মিত প্রবীণ গ্রাম, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঘাসফুলের জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পালনের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ঘাসফুল গত ১১জানুয়ারী চট্টগ্রাম নগরীর পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনীসহ চারটি স্থানে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। এদিন ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত প্রতিটি স্থানে ৬মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ান। ক্যাম্পেইন স্থানগুলো হলো; পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল ফিক্সড ক্লিনিক, আগ্রাবাদ ব্যাপারী পাড়া মোড়, ছোটপুল এবং পূর্ব মাদারবাড়ি সেবক কলোনী। চারটি স্পটে ৬-১১ মাস বয়সী ৮৫০জন শিশুকে নীল ক্যাপসুল ও ১২-৫৯ মাস বয়সী ১২০০জন শিশুকে লাল ক্যাপসুলসহ মোট ২২৫০জন শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৬৬জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৯৪৫৭২৪/-(নয় লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাত শত চব্বিশ) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৫৭৬৬৪৩/- (পাঁচ লক্ষ ছেষট্টি হাজার ছয় শত তেতাল্লিশ) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৩৩০০০০/- (তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা।

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম

নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের আওতায় নিয়মিত কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রয়েছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা এখানে উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
ক্লিনিক্যাল সেবা	৭৫৭
টিকাদান কর্মসূচি	৩২৭
পরিবার পরিকল্পনা	২৩৩৭
নিরাপদ প্রসব	৫২
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৫৯৬৭
হেলথ কার্ড	৫১২

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৪৮০৯
সদস্য সংখ্যা	৭৬৭৭৭
সঞ্চয় স্িতি	৬২৪৭৮৪৭০০
ঋণ গ্রহীতা	৫৯৬৭০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	১৬১৩১৪৯৪৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১৩৯৮১১০৪৬৬
ঋণ স্িতির পরিমান	১৩৯৮১১০৪৬৬
বকেয়া	৫৭৮৩৯৪৪৫
শাখার সংখ্যা	৫৮

ঘাসফুল ভিশন সেন্টার

গত তিন মাসে ঘাসফুল ভিশন সেন্টারের উদ্যোগে নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় মোট ৩টি আই ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য ঘাসফুল ভিশন সেন্টার ২০১২ সাল থেকে নওগাঁ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় উন্নত চক্ষুসেবা প্রদান করে আসছে ইস্পাহানী ইসলামিয়া আই ইনিস্টিটিউট এন্ড হসপিটালের সহযোগিতায়।

এক নজরে আইক্যাম্পে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা

কর্মএলাকা	মোট ক্যাম্প	আউটডোর রোগীর সংখ্যা	অপারেশন যোগ্য চিহ্নিত রোগীর সংখ্যা	অপারেশন সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা
সাপাহার	৩	৬০৬	৭৫	৭৫
মোট	৩	৬০৬	৭৫	৭৫
ক্রমপুঞ্জিভূত	১৮১	২৩০৫২জন	৪১৪৪জন	২৪২৫জন

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ গত তিন মাসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ফেনী নওগাঁ, কুমিল্লা ও ঢাকাস্থ সংস্থার রিজিওনাল অফিসে। ৪ জানুয়ারী 'Training on Microfinance Program & Organuzation Identity', 5Rvbyqvix 'Training on Accounts Keeping of Microfinanace Program', ১২-১৩ ফেব্রুয়ারী 'Training on Microfinance Program & Organuzation Identity', 'Training on Microfinance Program & Organuzation Identity' শীর্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়।

গত তিন মাসের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক ও স্ান
Loan Management of Microfinance	১৩-১৬ জানুয়ারী	০১ জানুয়ারী	পিকেএসএফ, আইএনএম
Capacity building on HBSN Activities	১৫ জানুয়ারী	০১ জানুয়ারী	পিপিআরসি, স্পেক্ট্রা কনভেনশন সেন্টার
Strategy Guideline for enchancing business knowledge	১২জানুয়ারী	০১ জানুয়ারী	পিকেএসএফ, পিকেএসএফ
Risk Management	০২-০৬ ফেব্রুয়ারী	০১ ফেব্রুয়ারী	পিকেএসএফ, পিকেএসএফ
Training of Trainers	১৬-২০ ফেব্রুয়ারী	০১ ফেব্রুয়ারী	পিকেএসএফ, পিকেএসএফ
Accounts and Financial Management	১০-১৩ফেব্রুয়ারী	০১ ফেব্রুয়ারী	পিকেএসএফ, আইএনএম
Workshop on Mental health and Professional Productivity	২৫ফেব্রুয়ারী	০১ ফেব্রুয়ারী	ফিন-বি (আইএনএম), পিকেএসএফ

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ১৯ বছর

ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন PACE প্রকল্পের আওতায়

হাটহাজারীতে নিরাপদ সবজি মেলা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুলের আয়োজনে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় গত ২৭ ফেব্রুয়ারী হাটহাজারী উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে নিরাপদ সবজি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার উদ্বোধন করেন হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: রুহুল আমিন। উদ্বোধন শেষে ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের উপ পরিচালক সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাটহাজারী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম রাশেদুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট হাটহাজারী এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ মোক্তাদির আলম, প্রেস ক্লাব সভাপতি কেশব কুমার বড়ুয়া, ধলই ইউপি চেয়ারম্যান মো: আলমগীর জামান, গুমানমর্দ্দন ইউপি চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান , ছিপাতলী ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল আহসান লাবু, মেখল ইউপি চেয়ারম্যান সালাউদ্দীন চৌধুরী, ও গড়দুয়ারা ইউপি চেয়ারম্যান সরওয়ার মোর্শেদ তালুকদার। ঘাসফুল এর রিজিওনাল ম্যানেজার মোঃ নাছির উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগের সহকারী পরিচালক শামসুল হক। হাটহাজারী আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, উন্নয়ন সংস্থা আইডিএফ, ইপসা, মুক্তিপথ উন্নয়ন কেন্দ্র, ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচি, ঘাসফুল চঅঈঊ প্রকল্পের নিরাপদ সবজি বিক্রয় কেন্দ্র কৃষকবাজারসহ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের কৃষকদের উৎপাদিত নিরাপদ সবজি নিয়ে মেলায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনা সভা শেষ মেলায় অংশগ্রহণকারীদেরকে সম্মননা স্মারক প্রদান এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অভিনন্দন

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্য, ইউসেপ বাংলাদেশের চেয়ারপার্সন এবং ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এর জেষ্ঠ্য কন্যা পারভীন মাহমুদ এফসিএ এর মাসিক চাটগাঁ ডাইজেস্ট এর শীর্ষ-১০ পেশাজীবী নারী সম্মাননা প্রাপ্তিতে ঘাসফুল পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত। এ অর্জনে সংস্থার পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। উল্লেখ্য সমাজসেবায় অবদানের জন্য তাঁকে এবারে "মাসিক চাটগাঁ ডাইজেস্ট শীর্ষদশ সম্মাননা" প্রদান করা হয়। বর্ষব্যাপী আলোচিত আলোকিত দশ কৃতী নারীকে প্রতিবছরের মতো এবারও সম্মাননা প্রদান করেন চট্টগ্রামের মাসিক পত্রিকা 'মাসিক চাটগাঁ ডাইজেস্ট'। গত ৮মার্চ রবিবার চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব এস রহমান হলে 'মাসিক চাটগাঁ ডাইজেস্ট শীর্ষ দশ সম্মাননা ২০২০' প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন যুগ্ম সচিব ও মাসিক চাটগাঁ ডাইজেস্ট এর প্রধান সম্পাদক প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক প্রকৌশলী এম. আলী আশরাফ, বিশেষ অতিথি ছিলেন যুগ্ম সচিব ও বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সচিব ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী, চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বার অফ কমার্স এর সিনিয়র সহ-সভাপতি আবিদা মোস্তফা, চট্টগ্রাম মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতালের সাধারণ সম্পাদক ডা. আনজুমান আরা ইসলাম, বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন চট্টগ্রাম বিভাগের সভাপতি লায়ন সেতারা গাফ্‌ফার। এবারের সম্মাননা প্রাপ্ত শীর্ষ ১০ পেশাজীবী নারীরা হলেন- সমাজসেবায় পারভীন মাহমুদ এফসিএ, চিকিৎসায় ডাঃ রোকেয়া বেগম, শিক্ষায় প্রফেসর ড. জরিন আখতার, ফ্যাশন ডিজাইনে আইভি হাসান, ব্যাকিং-এ রওশন আরা বেগম, আইটিতে প্রকৌলশী নিলুফারিন আকতার, সাংবাদিকতায় লতিফা আনসারী রুনা, প্রশাসনে মোছাম্মত ফারহানা জাবেদ, ব্যবসায় মেহজাবীন আহমদ কনা, আইনপেশায় অ্যাডভোকেট রুনা কাশেম। প্রতি বছর নিজ নিজ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে চট্টগ্রামের শীর্ষ ১০ জন বিশিষ্ট নারীকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজী মউদুদ
লুৎফন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফ্‌ফর (বুলবুল)
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী
নুদরাত এ করিম
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার